তারিখ 13 NOV 2015
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

কালের কণ্ঠ

শিক্ষক নিয়োগে স্থগিতাদেশ নিয়ে সংসদে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে স্থগিতাদেশের ঘটনায় ক্ষোভে উত্তাল জাতীয় সংসদ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতের অধিবেশনে সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এক সুরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি করেছেন।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে গতকাল সংসদ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর শেষে পয়েন্ট অব অর্ডারের আলোচনায় অংশ নিয়ে বিষয়টি উত্থাপন করেন স্বতন্ত্র সদস্য ডা. রুস্তম আলী ফরাজী। আলোচনায় আরো অংশ নেন আওয়ামী লীগের ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু ও নুরুল ইসলাম সুজন, ওয়ার্কার্স পার্টির ফজলে হোসেন বাদশা, জাসদের মঈন উদ্দীন খান বাদল ও স্বতন্ত্র সদস্য হাজি মোহাম্মদ সেলিম। আলোচনা চলাকালে সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যরা টেবিল চাপড়ে বক্তব্যে তাঁদের সমর্থন জানান।

ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে স্থগিতাদেশের কারণ হিসেবে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি চাইলেই কাউকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে পারে না। নিয়োগ বোর্ডে মন্ত্রণালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা অধিদপ্তর এবং সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি থাকেন। দুর্নীতি হয়ে থাকলে তাঁরাই এর জন্য দায়ী। এখানে এমপিদের ঘাড়ে দুর্নীতির দায় চাপিয়ে তাঁদেরই আবার

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৮

শিক্ষক নিয়োগে —

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

নিয়োগের দায়িত্ব দেবেন এটা হতে পারে না।' এমপিরা কোনো ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নয় বলেও দাবি করেন তিনি। মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন স্থগিত করে চলমান সমস্যা সমাধানে কমিটি গঠনের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, 'মন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা কোনো সমাধান নয়। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনতে হবে। কারণ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বেশি দুর্নীতি হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত আমরা কার্যকর হতে দেব না।'

ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু বলেন, 'মেধার প্রশ্নে কোনো ধরনের ছাড় নেই—প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ঘোষণাই মেনে চলি। এ ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম হয়ে থাকলে মন্ত্রী ও সরকারি কর্মকর্তারা দায় এড়াতে পারেন না। অনেকে ভাববে সরকারের বিরুদ্ধে সব এমপি এক হয়েছে। তাই এটা নিয়ে আর বিতর্ক নয়। সরকারকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হবে।' প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে স্পিকার বিষয়টির সমাধান করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সরকারি প্রজ্ঞাপনে সংসদ সদস্যদের অপমানিত করা হয়েছে দাবি করে মঈন উদ্দীন খান বাদল বলেন, অনেক আগে থেকেই এমপিদের অবহেলা করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থা চললে পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে।

হাজি মোহাম্মদ সেলিম বলেন, সংসদে আলোচনা ছাড়াই একটা প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো। এমনটি হলে তো টিআইবির কথাই সত্যি হবে। সংসদ পুতুল নাচের নাট্যশালা হবে। তিনি বলেন, 'আমি স্কুল-কলেজ করব। আর সেখানে শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারব না—এটা হতে পারে না।'

নুরুল ইসলাম সুজন বলেন, 'একজন সংসদ সদস্যের নির্বাচনী এলাকায় শত শত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু এমপি মাত্র চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোর কী অবস্থা? আমরা চোখ বন্ধ করে থাকতে পারি না। দুর্নীতি থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে কিভাবে রক্ষা করব সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চাকরির জন্য যেভাবে অর্থ লেনদেন হচ্ছে তা বন্ধে একটা পথ বের করতে হবে।' মন্ত্রীর চিন্তাপ্রসূত পরিপত্র বাতিলের আহ্বান জানান তিনি।

আলোচনার সূত্রপাত করে রুস্তম আলী ফরাজী বলেন, 'অবাক লাগে মন্ত্রী সাহেবরা কিভাবে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেন। জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রজ্ঞাপন জারি করে দিলেন।